গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ ডব্লিউ চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬

স্মারক নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৫০২.২৫.০০৭.২৩.৪০৮

তারিখ: ২৯ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস রিলিজ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজিত **ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি: গণমাধ্যমের ভূমিকা** শীর্ষক কর্মশালা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বুধবার ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক নূরুন নাহার হেনা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মূলপ্রবন্ধ-উপস্থাপন করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ.কে.এম শফিকুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করর্পোরেশন।

কর্মশালায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক নূরুন নাহার হেনা বলেন, দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে সাংবাদিকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাংবাদিকবৃন্দ সচেষ্ট। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের কার্যক্রমের পাশপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে সাংবাদিকবৃন্দের প্রতি তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এই কর্মশালার মাধ্যমে মতামতের ভিত্তিতে এমন কিছু তথ্য আসবে যা ডেঙ্গু প্রতিরোধে পর্যালোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মহাপরিচালক প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ডেঙ্গুজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা উত্তর সিটি করর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ.কে.এম শফিকুর রহমান এডিস মশা এক ফোঁটা পানিতেও ডিম পাড়ার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে বিধায়, কোথাও যেন পানি না জমে সে ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ভূমিকার উপর সবিশেষ জোর দেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব বিভাগের উপপরিচালক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ এবং সহকারী পরিচালক ডা: নূর জাহান আরা খাতুন বর্তমান ডেঙ্গু পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।

কর্মশালায় মূল বক্তব্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধের সমাধানকল্পে এডিস মশার বিস্তার রোধে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার, এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য জমা পানি ফেলে দেয়া, রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেয়া বা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া, স্যালাইনের পর্যাপ্ত মজুদ রাখা, মশা প্রতিরোধী ওষুধ ছিটানো, সর্বোপরি ব্যক্তি পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বরোপ করা হয়। পাশাপাশি, ডেঙ্গু পরিস্থিতির উত্তরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমকর্মীদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ফিচার এবং রিপোর্টিং কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে কর্মশালায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

এ কর্মশালায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালাধীন দপ্তরসমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি এবং হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের প্রেসিডেন্টসহ গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান) ড. মারুফ নাওয়াজ কর্মশালা সঞ্চালনা করেন। ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক তানিয়া খান কর্মশালার পরিচালক এবং সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাজী ওমর খৈয়াম কর্মশালায় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ফায়জুল হক, পরিচালক এ. কে. এম আজিজুল হক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং পরিচালক নজরুল ইসলাম (প্রশিক্ষণ প্রকৌশল), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর এবং সরকারি ও বেসরকারি মিডিয়ার ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১৩.৯.২৩

আবদুল হান্নান
গণসংযোগ কর্মকর্তা
ফোন : ৫৫০৭৯৩৮-৪২

বিতরণ: সদয় কার্যার্থে

১। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
২। মুখ্য বার্তা সম্পাদক / চীফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ টেলিভিশন / বাংলাদেশ বেতার / বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা / এটিএন বাংলা / বাংলা ভিশন / নেক্সাস টিভি / চ্যানেল আই / মোহনা টিভি / যমুনা টিভি / বৈশাখী টিভি / একুশে টিভি / এনটিভি / সময় টিভি/দৈনিক ইত্তেফাক / দৈনিক জনকণ্ঠ / দৈনিক প্রথম আলো / দৈনিক সমকাল / ভোরের কাগজ / বাংলাদেশ প্রতিদিন / নিউ নেশন / সমকাল / মানবজমিন / ইনকিলাব / দৈনিক ভোরের ডাক / কমিউনিটি রেডিও / অন্যান্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ / হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম।
৩। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, জাতীয় গণমাধ্যম ইনটিস্টিউট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। সংশ্লিষ্ট নথি।